



239542 - চোখেরে পাপড়ি কার্ল করা ও মাশকারা করার বধিান

প্রশ্ন

কয়কে মাসরে জন্য চোখেরে পাপড়ি কার্ল করা ও মাশকারা করার বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইসলামে রূপচর্চার মূল বধিান হচ্ছে বধৈতা।

আল্লাহ তাআলা বলনে, “বলুন, আল্লাহ নজিরে বান্দাদরে জন্য যসেব সজ্জা ও বশিুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করছনে তা কে হারাম করছে? বলুন, পার্থবি জীবনে, বশিষে করে কয়োমতরে দনিএ এ সব তাদরে জন্য যারা ঈমান আনে। এভাবে আমরা জ্ঐগনী সম্প্রদায়রে জন্য আয়াতসমূহ বশিদভাবে ববিত করি।”[সূরা আরাফ, আয়াত: ৩২]

ববিহতি নারীর ক্ষত্রেসে সাজ-সজ্জা একটা উপকারী অভ্যাস। কনেনা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মজবুততিএ এটা ভূমিকা রাখে। যএ কনেন উপকারী অভ্যাসরে মূল বধিান হচ্ছে- বধৈতা।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলনে:

“বান্দার যাবতীয় কথা ও কাজ দুই শ্রণীর:

- ইবাদতশ্রণীর; এগুলোর মাধ্যমে ব্যক্তির দ্বীনদারি ঠিকি থাকে।

- অভ্যাসশ্রণীর; দুনিয়ার জন্দিগৌতে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ইসলামি শরিয়তরে যাবতীয় মূলনীতি আয়ত্ব করার মাধ্যমে আমরা জানতে পারিযে, যএ ইবাদতগুলো আল্লাহ বান্দার উপর ফরজ করছনে কথিবা যএ ইবাদতগুলো পালন করা পছন্দ করনে সগুলো শরিয়তরে দললি ছাড়া সাব্যস্ত হয় না।

আর অভ্যাসগুলো: সগুলো হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে মানুষ যগুলো করে অভ্যস্থ, যগুলো করা তাদরে প্রয়োজন, সে সবরে বধিান হচ্ছে বধৈতা। সগুলোর মধ্যে আল্লাহ যসেবকএ নষিধে করছনে সগুলো ছাড়া অন্যকছিকএ নষিদিধ ঘোষণা করা যাবে না।



অভ্যাস জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে সটোর বৈধতা। সুতরাং আল্লাহ্ যা হারাম করছেন সটো ছাড়া অন্য কিছু হারাম ঘোষণা দয়া যাবে না। অন্যথায় আমরা আল্লাহ্‌র সৈ বাণীর অধীনে পড়ে যাব: “বলুন, তোমরা আমাকে জানাও, আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে রযিকি দয়িচ্ছেনে তারপর তোমরা তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করছে, বলুন, আল্লাহ্ কি তোমাদেরকে এটার অনুমতি দয়িচ্ছেনে, নাকি তোমরা আল্লাহ্‌র উপর মথিয়া রটনা করছ?”[সূরা ইউনুস, আয়াত: ৫৯]

এ কারণে আল্লাহ্ মুশরকিদরে নন্দা করছেন যারা আল্লাহ্ যা অনুমোদন করনেদিবীনরে মধ্যে এমন কিছু বধিান জারী করছে এবং আল্লাহ্ যা হারাম করনেদি এমন কিছুকে যারা হারাম করছে...। এটি একটি সুমহান ও উপকারী সূত্র।[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/১৬-১৮)]

চোখরে পাপড়ি কার্ল করা ও মাশকারা করা: আমরা এমন কোন শরয়ি দললি জাননি যাতে এগুলো করা থেকে নষিধে করা হয়ছে। সুতরাং পূর্বরে আলোচনার আলোকে এগুলো করা বধি; এটাই মূল বধিান।

তবে, কোন নারীর জন্য বগোনা পুরুষকে সটৌন্দর্য্য প্রদর্শন করা থেকে সাবধান থাকা আবশ্যকীয়; কেননা এটি নাজায়যে।

আরও জানতে দেখুন: [113725](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্‌ই ভাল জাননে।